আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের ৪৯ জন সহকর্মীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি এফআইআর দাখিল করা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাঁরা নাগরিক সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিলেন। আমাদের দেশে লাগাতার ঘটে চলা গণপিটুনির ঘটনাগুলি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন।

এই কাজটাকে কি কোনোভাবেই দেশদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ড বলা চলে? নাকি এটাকে আইন ব্যবস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের হেনস্থা করে প্রতিবাদী কন্ঠরোধ করার চক্রান্ত হিসেবেই ধরা উচিৎ।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগতের সদস্য হিসেবে, বিবেকবান নাগরিক হিসেবে, আমরা প্রত্যেকেই এই ধরনের হেনস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের সহকর্মীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য যে চিঠিটি লিখেছিলেন, আমরা তার প্রতিটি শব্দের প্রতি সহমত পোষণ করছি। আর সম্মত পোষণ করি বলেই আমরা তাঁদের চিঠির বয়ানটা এখানে আরও একবার তুলে ধরছি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আইন জগতের সকল বিবেকবান নাগরিকের কাছেই এই চিঠির বয়ান কে পুনরায় তুলে ধরার আবেদন জানাচ্ছি। সম্মত পোষণ করি বলেই আমরা প্রতিদিন এই বিষয়ে কথা বলব, প্রতিবাদ জানাবো। প্রতিবাদ জানাবো গণপিটুনির বিরুদ্ধে, নাগরিক কন্ঠ রোধ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, নাগরিকদের হেনস্থা করার জন্য আইন ব্যবস্থার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে।

২৩শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে, অপর্ণা সেন, আদুর গোপালকৃষ্ণন, শ্যাম বেনেগাল, অনুরাগ কাশ্যপ, আশিস নন্দী ও রামচন্দ্র গুহ সহ ৪৯ জন বিশিষ্ট নাগরিকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'কে লেখা খোলা চিঠির বয়ানঃ

আমরা, শান্তিপ্রিয় ও গর্বিত ভারতীয় হিসেবে, আমাদের প্রিয় দেশে বর্তমান সময়ে ঘটে চলা একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে তীব্র আশঙ্কায় ভুগছি।

আমাদের সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ এবং বর্ণের নাগরিকরা সমান অধিকার পান। অতএব, যাতে প্রতিটি নাগরিক তাঁদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আবেদনগুলি নিম্নরূপঃ

১. অবিলম্বে মুসলিম, দলিত এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর গণপিটুনির ঘটনাগুলি বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা এন.সি.আর.বি (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো) এর রিপোর্ট দেখে বিস্মিত, শুধুমাত্র ২০১৬ সালেই দলিতদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৮৪০টি অত্যাচারের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে এবং অপরাধীদের সাজা প্রাপ্তির হার হ্রাস পেয়েছে ।

এছাড়াও, ১লা জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২৯ শে অক্টোবর ২০১৮ এর মধ্যে ২৫৪ টি ধর্মীয় পরিচয়-ভিত্তিক ঘৃণ্য অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলস্বরূপ কমপক্ষে ৯১ জন নিহত হয়েছেন, এবং ৫৭৯ জন আহত হয়েছেন (ফ্যাক্টচেকার.ইন-র তথ্যভাণ্ডার থেকে, ৩০শে অক্টোবর, ২০১৮)। নাগরিকদের ধর্মীয় হিংসামূলক অপরাধের তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ৬২% ঘটনার ক্ষেত্রে মুসলিমরা (ভারতের জনসংখ্যার ১৪%) নিশানায় থেকেছেন, এবং ১৪% ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা (ভারতের জনসংখ্যার ২%) আক্রান্ত হয়েছেন। এইধরনের আক্রমণগুলির ৯০%-ই ২০১৪-র মে মাসের পরে নথিভুক্ত হয়েছে, যখন আপনার সরকার দেশের ক্ষমতায় আসীন হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সংসদে দাঁড়িয়ে এই ধরণের গণপিটুনির ঘটনাগুলির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কি আদতে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, এই ধরনের অপরাধগুলিকে জামিন অযোগ্য বলে ঘোষণা করা উচিৎ, এবং অপরাধীদের দ্রুত এবং নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার ব্যবস্থা করা উচিৎ। যদি খুন করার শাস্তি হিসেবে কোনরকম প্যারোল ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে, তবে পিটিয়ে মারার মতো আরও জঘন্যতম অপরাধের ক্ষেত্রে সেই শাস্তি কার্যকর হবে না কেন? দেশের কোন নাগরিকেরই, তার নিজের দেশে ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা উচিৎ নয়!

দুঃখের বিষয় হল, আজকের দিনে "জয় শ্রী রাম" একটি উস্কানিমূলক 'রণ-হুঙ্কার' ধ্বনিকে পরিণত হয়েছে, যা আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যার উদ্রেক করে, এবং এর নামেই গণপিটুনির ঘটনা ঘটে চলেছে । ধর্মের নামে এত জঘন্য হিংসাত্মক অপরাধ ঘটে যেতে দেখে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়! এখন তো আর সেই 'মধ্যযুগ' চলছে না! ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে রামের নাম পবিত্র বলে মান্য হয়। দেশের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আপনার অতি অবশ্যই এইভাবে রামের নামকে কলঙ্কিত করার কীর্তিকলাপ গুলিকে বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিৎ।

২. ভিন্নমতের সহবস্থান না থাকলে তাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। সরকারের বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করার জন্য কাউকেই "দেশদ্রোহী" বা "শহুরে নকশাল" আখ্যা দিয়ে কারাবন্দী করা উচিৎ নয়। ভারতের সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদটি স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেয়, ভিন্নমত প্রকাশ করার অধিকারও তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করার অর্থ দেশের সমালোচনা করা নয়। দেশের ক্ষমতাসীন কোন রাজনৈতিক দল এবং দেশ, এই দুটো বিষয় সমার্থক হতে পারে না। তারাও শুধুমাত্র ঐ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মতোই একটি দল। সুতরাং সরকার বিরোধী মতামতকে কখনোই দেশ বিরোধী মতামতের সমতুল্য মনে করা যায় না। যেখানে মত পার্থক্যকে বিনাশ করার চেষ্টা করা হয় না, শুধুমাত্র সেইরকম একটি মুক্ত পরিবেশই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে।

আমরা ভারতীয় এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন -আশা রাখি যে, আমাদের পরামর্শগুলিকে এই আঙ্গিকেই এবং সঠিক অর্থেই গ্রহণ করা হবে।